শুক্রবার, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ৩৪০

ইয়েমেনে অর্থমন্ত্রক ভবনে জঙ্গি হামলা নিন্দনীয়

মাস কয়েক যেতে না যেতেই এডেনে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে দু'জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই হামলার ঘটনা নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। জঙ্গি হামলায় আহত হয়েছেন চারজন। তবে আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। জঙ্গিরা ইয়েমেনে অর্থমন্ত্রকের ভবনটি আক্রমণ করার লক্ষ্য নিয়ে এসেছিল। তবে নিরাপত্তা বাহিনী বলেছে, অর্থমন্ত্রক ভবনে তারা ঢুকতে পারেনি। কিন্তু বিস্ফোরণে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী আক্রমণের দায় স্বীকার করেনি।

সরকারি সূত্রে বলা হয়, গাড়িটি কোনও আত্মঘাতী জঙ্গি অথবা অন্য কেউ চালাচ্ছিল, তা এখনও জানা যায়নি। এদিনই এই গাড়িবোমা বিস্ফোরণে অর্থমন্ত্রকের মাক্সার শাখার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য, এডেনে অতিসম্প্রতি ধারাবাহিক আত্মঘাতী বিস্ফোরণে কয়েকশো মানুষ মারা যান। এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল আইএস জঙ্গিগোষ্ঠী। ইয়েমেনে এ পর্যন্ত জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে ৮,৬৫০ জন মারা গিয়েছেন। এর মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। এই হামলার পেছনে মূলত ছিল আইএস জঙ্গি গোষ্ঠী এবং আলকায়দা গোষ্ঠী। তারা ইয়েমেনে বিশৃঙ্খলা বাধিয়ে তার সুযোগ গ্রহণ করছিল। ইয়েমেনে সরকারি বাহিনী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করছে। তবে তাদের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে প্রতিদিনই। ২০১৫ সালের মার্চ মাস থেকে ইয়েমেনে আইএস জিহাদি গোষ্ঠী হামলা চালানোয় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দোকানপাট বন্ধ। বাজারহাটে লোক নেই। ফলে গোটা দেশ দুর্ভিক্ষের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ইয়েমেন সরকারের পক্ষ থেকে এই আত্মঘাতী গাড়ি বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আক্রমণকারী জঙ্গিদের এর জন্য উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। ইয়েমেন সরকার তাদের রেহাই দেবে না। উল্লেখ্য, জঙ্গিরা দক্ষিণ ইয়েমেন দখল নেওয়ার জন্য গত আড়াই বছর ধরে আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে। এর ফলে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থার অবসান জরুরি।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধ্যাত্মে আর একটি বলেছে যে, তিনিই জীব জগৎ। পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলার্জ্জুনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম স্কন্ধ, হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ।।
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ।।
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোহধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ—আন্তরিক ধ্যান জপ করলে আসতে'ই হবে

ঠাকুর স্তব শুনিয়া **সমাধিস্থ**। দাঁড়াইয়াছেন। পণ্ডিত বসিয়া। পণ্ডিতদের কোলে ও বক্ষে একটি চরণ রাখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

দিনপঞ্জিকা

১৪ অগ্রহায়ণ, ভাঃ ১০ অগ্রহায়ণ, **১ডিসেম্বর,** ১৪ অঘোন, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ সুদি,১১ রবি আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৪৮। **শুক্রবার,** ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ২।৬মিঃ। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ঘ ১২।১৯মিঃ। বরীয়ান্‌যোগ দিবা ঘ ৩।২৫মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ২।৫৩ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ২।৬ গতে গরকরণ। **জন্মে**—মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ঘ ১২।১৯ গতেদ নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **বারবেলাদি** ঘ ৮।৪৬ গতে ১১।২৬ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।৭ গতে ৯।৪৭ মধ্যে। **যাত্রা**—শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ১২।১৯ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**—দিবা ঘ ১২।১৯ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত নামকরণ নিষ্ক্রমণ **মুখ্যান্নপ্রাশন** দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভকুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কমপিউটারনির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ঘ ১২।১৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য গোবিক্রয়াদি ধান্যচ্ছেদন। **বিবিধ**—ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। রাত্রি ঘ ২।৬ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।৩৯ মধ্যে গোস্বামিমতে ও নিম্বার্কসম্প্রদায়মতে একাদশীর পারণ। **Imoinu Irat-thouniba (Manipur). Gan-Nagi (Manipur)**. প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে উৎসব। বিশ্ব এইড্‌স দিবস। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৬।৫৭ মধ্যে ও ৭।৩৯ গতে ৯।৪৬ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৩।২৫ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪৩ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৯ গতে ৩।৩৪ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৪ অগ্রহায়ণ, ভাঃ ১০ অগ্রহায়ণ,১ডিসেম্বর, ১৪ অঘোন, ১১ রবিঃ আউঃ। উঃ ঘ ৬।৫, অঃ ঘ ৪।৪৮ শুক্রবার, ত্রয়োদশী রাঃ ঘঃ ২।৬। অগ্রাহায়ণ ১৪,১৫,১৬ খাজা এসহাক্ চিশ্‌তির উরস কালুতাক, বর্দ্ধমান।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

আবাসন ও পরিকাঠামো ঃ প্রশাসনের অগ্রাধিকার

কৃষ্ণ দেব
পর্ব ১

স্বাধীনতার ঠিক পরপরই শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য দেশে সরকারি আবাসন কর্মসূচী (Public Housing Programme) চালু করা হয়। সেই সময় থেকেই দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম এক হাতিয়ার হিসাবে এই ক্ষেত্রটি সরকারের বিশেষ মনোযোগ কেড়ে এসেছে। আবাস মানুষের জীবনের এক প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা। একই সাথে তা নির্মাণ শিল্পের তথা অর্থনীতিরও অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বর্তমান মূল্যে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-এ নির্মাণ ক্ষেত্রের অবদান ৮ শতাংশ। এছাড়াও এই ক্ষেত্রটিতে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মনিযুক্তি ঘটে থাকে। আর্থিক কর্মকান্ডে অবদানের নিরিখেও এইক্ষেত্র দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, কৃষিক্ষেত্রের পরেই। ভারতে সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসে পরিষেবা ক্ষেত্রে। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ঘটে নির্মাণ ক্ষেত্রে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মোট ৩৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয় নির্মাণ ক্ষেত্রে, যা আদতে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করে থাকে। সম্পদ কেন্দ্রীভূত থাকে শহরগুলিতে। সামগ্রিকভাবে দেশের যা গড় মাথা পিছু আয়, ভারতের কিছু বড়ো বড়ো শহরে মাথা পিছু আয় তার থেকে অনেক অনেক বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো তা জাতীয় গড়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। এছাড়াও জাতীয় ও গ্রামীণ অর্থনীতির সাথেও শহরগুলি বিশেষভাবে বিজড়িত। বর্তমান সময়ে অর্থনীতির যেসব ক্ষেত্রগুলিতে অতিদ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে, তার মধ্যে অন্যতম হল আবাসন শিল্পক্ষেত্র। বিপুল জনসংখ্যা, আয়স্তর বৃদ্ধি এবং দ্রুত নগরায়ণের সূত্রে এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির লেখচিত্রে এই উর্ধ্বগতি। ২০০১ সালে গোটা দেশে ২৮৬ মিলিয়ন মানুষের বাস ছিল শহরাঞ্চলে। গোটা বিশ্বে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার নিরিখে তা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

২০১১ সালের জনগণনার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শহরবাসী মানুষের জনসংখ্যা পৌঁছে গেছে ৩৭৭মিলিয়নে অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ৩২ শতাংশের আশেপাশে। ২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী, গ্রামীণ ভারতে আবাসনের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ ৪৭.৭ মিলিয়ন ইউনিট। হিসাব করে দেখা গেছে, ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতের শহরগুলিতে ৫৯০ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করবেন। এই পরিমাণ জনসংখ্যার বিচারে শহরাঞ্চলে আবাসনের ঘাটতি পৌঁছাবে ১৮.৮ মিলিয়ন ইউনিটে। এই জনসংখ্যা কিন্তু বেশ বিপুল। এদের জন্য পরিবহন পরিষেবার সংস্থান করার বিষয়টি নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। নতুন নতুন গড়ে ওঠা এলাকা ও ছোট শহরগুলিতেও পরিবহনের ক্ষেত্রের উপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। এই সংকট লাগাম ছাড়া রূপ নেওয়ার আগেই তার মোকাবিলার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া জরুরি। ছোটো ও মাঝারি শহর এবং বড়ো মাপের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে পরিবহন ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য, চাহিদা ও সমস্যার নিরিখে বিস্তর ফারাক; একই কথা খাটে মেট্রো সিটি বা মহানগরগুলির ক্ষেত্রেও। কাজেই, মহানগরের পরিবহন সমস্যার মোকাবিলায় যে নিদান শহর পরিকল্পকরা দিয়ে থাকেন তা ছোটো-বড়ো-মাঝারি শহর ও গ্রামীণ এলাকাগুলির ক্ষেত্রে খাটবে না। মুড়ি-মুড়কির এক দর, এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে।

২০০১ সালে ভারতে শহরের সংখ্যা ছিল ৫১৬১। ২০১১ সালে তা বেড়ে হয় ৭৯৩৫। গত এক শতক জুড়েই নগরায়ন বেড়েছে দ্রুত হারে। ফলত, তার সাথে তাল মিলিয়েই উচ্চ-নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও শ্রেণি ইত্যাদি নির্বিশেষে অবিরত বেড়েছে শহর ও নগরবাসী জনসংখ্যাও। শহরাঞ্চলের বৃদ্ধির রূপরেখা অনুযায়ী, শহরবাসী জনসংখ্যার সিংহভাগ ঠাঁই নিচ্ছে প্রথম শ্রেণির শহরগুলিতে। আর এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বাড়ছে। আজকের দিনে শহরবাসী মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি বাস করে সেই জনপদগুলিতে, যেখানকার জনসংখ্যা এক লক্ষ ছাপিয়ে গেছে (প্রথম শ্রেণির শহর)। শহরগুলিকে আমরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে মহানাগর, দশ লক্ষাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট, পাঁচ লক্ষাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট, লক্ষাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট, এরকম বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে থাকি। এই সবরকম শ্রেণির শহরের সংখ্যাই দিন দিন বাড়ছে। শহরাঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থাপনার জন্য কোন ধরণের শহরে কী কৌশল কাজে আসবে তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে।

শহরাঞ্চলে আবাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা সরবরাহের প্রশ্নে উঠে আসা ইস্যুগুলির মোকাবিলায় সরকারের তরফে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে পরিষেবার নিয়মবিধি ও মান কী হবে তা ঠিক করার জন্য প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৬৩ সালে, জাকারিয়া কমিটি গঠনের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে আরও অনেক সরকারি কমিটি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয় এই একই কারণে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ঃ

- শহর ও গ্রাম পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান (১৯৭৪)
- পরিকল্পনা কমিশন (১৯৮৩, ১৯৯৯),
- কর্মচালনা গবেষণা গোষ্ঠী (১৯৮৯),
- নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার (১৯৯১),
- কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান (১৯৯৯),
- ভারতীয় নগর পরিকাঠামো ও পরিষেবা সংক্রান্ত ইশার জাজ আলুওয়ালিয়া কমিটি (২০১১),
- জাতীয় নগর পরিবহন নীতি (২০০৬), এছাড়াও রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন পরিষেবার জন্য নিয়মবিধি লাগু করে,
- ১৯৮৮ সালের জাতীয় আবাসন নীতি। পাশাপাশি 'জাতীয় আবাসন ব্যাংক' (NHB) এবং 'আবাসন ও নগরোন্নয়ন নিগম' (HUDCO)-র মতো বহু প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে উল্লিখিত নীতিগুলি রূপায়ণের কাজে গতি আনতে। সুনির্দিষ্ট করে নগর আবাসন বিষয়ে প্রথম নীতিটি প্রণয়ন করা হয় ২০০৭ সালের; জাতীয় নগর আবাসন ও বসতি নীতি (NHUHHP) । কেন্দ্রীয় 'আবাসন ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক' প্রণীত এই নীতিটিতে সুস্থায়ী নগরোন্নয়নের অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসাবে সাধ্যায়ত্ত আবাসের সংস্থানের উপর নজর দেওয়া হয়। তারপর থেকে এই পথ অনুসরণ করে মানুষের সাধ্যের মধ্যে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে বেশ কিছু কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়।
- জওহরলাল নেহেরু জাতীয় নগর পুনরুজ্জীবন মিশন (JNNURM) ঃ মিশনের আওতাভুক্ত ৬৫টি শহরে মিশনের সময়সীমার সংখ্যা (২০০৫-১২ সাল) গরিব শহরবাসীদের জন্য ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন বাড়ি তৈরি করা এই মিশনের লক্ষ্য। JNNURM'র আওতায় আবাসন বিষয়ক দুটি সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। সংহত আবাসন এবং বস্তি পুনর্বিকাশ কর্মসূচীটি সরাসরি আবাসন নীতির সঙ্গে জড়িত। গরিব শহরবাসীদের জন্য প্রাথমিক পরিষেবা (BSUP) -র লক্ষ্য নিম্ন আয়ের শ্রেণিভুক্ত মানুষের জন্য জল, অনাময়-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো নাগরিক পরিষেবাগুলি জোগানের বন্দোবস্ত করা। **ক্রমশ**

'তিন তালাক' রায় ঃ এ জয় মুসলিম নারীসমাজের

আর.কে. সিনহা
পর্ব ১

বিশ্বের যে কোনও সমাজ ও ধর্মের মধ্যেই আজও বিবিধ কুপ্রথার অস্তিত্ব কম-বেশি রয়েই গেছে। তর্কসাপেক্ষ হলেও, মুসলমান ধর্মে একসাথে তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করেই পুরুষদের এক তরফা বিবাহবিচ্ছেদের যে বিশেষাধিকার স্বীকৃত;তার নির্বিচার অবৈধ প্রয়োগ যে নানা যুগে, নানা দেশে, মুসলমান মেয়েদের জীবনকে নরক করে তুলেছে তা নিয়ে বিশেষ দ্বিমত নেই। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে এই কুপ্রথা এই সেদিন পর্যন্ত বৈধ ছিল। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাকিস্তান-সহ বিশ্বের বহু 'মুসলিম দেশ'-ই কিন্তু বহু আগেই 'তিন তালাক'কে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। অবশেষে চলতি বছরে ভারতীয় মুসলমান নারীসমাজকে 'তিন তালাক'-এর বিভীষিকামুক্ত করতে এক ঐতিহাসিক রায়দানের মাধ্যমে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের এই রায়ে ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রকে সংসদে তিন তালাক নিয়ে একটি আইন তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরও জানিয়েছে, উল্লিখিত ছয় মাস সময় পর্বে, অর্থাৎ, কেন্দ্র আইন তৈরি না করা পর্যন্ত তিন তালাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। আর এই ছয় মাসের সময় পর্বের মধ্যে যদি কেন্দ্র আইনটি প্রণয়ন করে লাগু করতে অপারগ হয়, তবে সুপ্রিম কোর্টের এই 'তিন তালাক সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে'।

তিন তালাক সংক্রান্ত এই মামলা চলছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জে.এস. খেহরের (সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন) নেতৃত্বাধীন পাঁচ জন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। এর মধ্যে তিন জন বিচারপতি তিল তালাক রদ করার বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। বলা যেতে পারে, সংশ্লিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে। এই ইতিহাসের সাথে জড়িত রয়েছে এক সাধারণ, তবুও অনন্যসাধারণ মুসলমান মহিলার নাম, শাহবানু। ১৯৮৫ সালে ৬২ বছরের বৃদ্ধা, পাঁচ সন্তানের জননী শাহবানু তিন তালাকের মাধ্যমে (১৯৭৮ সালে) বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ আদায়ের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হিম্মত দেখান। শীর্ষ আদালত সেই মামলা গ্রহণ করে ও শাহবানুর সপক্ষে রায় দিয়ে তার প্রাক্তন স্বামী মহম্মদ আহমেদ খানকে নির্দেশ দেয় শাহবানুকে ভরণপোষণ দিতে। গোঁড়া মুসলমান সমাজ ও ভোটের কারবারি রাজনৈতিক নেতাদের প্রবল চাপের মুখে আদালতের এই রায়ের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সংসদ "Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act,1986 " পাস করে। ফলে সুপ্রিম কোর্টের উল্লিখিত রায় দুর্বল হয়ে পড়ে; তথা কেবলমাত্র (মুসলিম আইন অনুযায়ী) 'ইদাহ্' পর্ব চলাকালীন (তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের পর নব্বই দিন পর্যন্ত) মুসলিম নারীরা প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশ পাওয়ার হকদার হন। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির 'রাজনৈতিক দায়' বিষয়ে শীর্ষ আদালত বিলক্ষণ অবগত। কাজেই এবার তিন তালাক প্রথা তুলে দিতে সরাসরি নির্দেশ দিয়ে চূড়ান্ত রায়দানের পথে হাঁটেননি অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ বিচারপতিরা। বরং, সে দায় চাপিয়ে দিয়েছেন সংসদের উপর। তবে সংসদের কাছে তিন তালাক ইস্যুতে তারা নিজেরা কী আশা করেন, তা বেশ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের এই রায়ের মাধ্যমে।

রায়দানে যে সুচিন্তিত প্যাঁচপয়জার শীর্ষ আদালত ব্যবহার করেছে, তাতে বলা যেতে পারে, মোটের উপর এবার তিন তালাকের অন্যায্য প্রয়োগের হাত থেকে মুসলিম নারীরা নিশ্চিতভাবে নিস্তার পেতে চলেছেন। আদালতের হস্তক্ষেপ তো রয়েইছে; পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছার বাতাবরণও এবার অনুকূল। স্মরণ করা যেতে পারে, গত বছরই স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে লালকেল্লার প্রাঙ্গণ থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তিন তালাকের মতো অমানবিক প্রথা তুলে দিতে আইন আনা হবে বলে মুসলমান নারীসমাজকে আশ্বাস দেন।

মানবতার জয় ঃ গোঁড়ামির হার

সঠিক অর্থেই কথায় বলে, 'কানুন অন্ধ'। তাই তো আদালতে ন্যায়ের দেবীমূর্তির চিত্রকল্পের চোখে সর্বদাই কালো রঙের পট্টি বাঁধা থাকে। এর নিহিতার্থ সহজেই অনুমেয়, কানুন সবার জন্য সমান। ন্যায়ের দেবী তার তরাজুতে সবার জন্য চুলচেরা ন্যায়বিচার চান বলেই চোখ খুলে পক্ষপাতের সম্ভাবনা এড়িয়ে চলেন। তিন তালাক মামলার শুনানি চলাকালীনও বহু গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তিন তালাক প্রথা বজায় রাখার সপক্ষে ধর্মীয় ধুয়ো তুলে আদালতে জোরালো সওয়াল করে। কিন্তু ন্যায়বিচারের দেবী এদফায় অনড় ছিলেন; সুপ্রিম কোর্ট এমন এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক রায় দেয়, যা এক কথায় মুসলমান নারীসমাজের কাছেও এক নতুন জীবনলাভের বার্তা বয়ে এনেছে। এই রায়দান পর্বের আগে, মামলা চলাকালীন একটি প্রশ্ন মানুষের মনে বারংবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। এবার কি তবে তিন তালাক ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে মানবতার জয় হবে; নাকি ফের একবার গোঁড়া মুসলিম মৌলবাদ নিজের ক্ষমতা জাহির করতে সফল হবে। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

শিব ঠাকুরের নাম থেকেই শিবপুর নামটা এসেছে

জেলার নাম হাওড়া। এই হাওড়া জেলাতে রয়েছে ১৬ খানা বিধানসভা ও ২টি লোকসভা। যার মধ্যে রয়েছে হাওড়া সদর লোকসভা ও উলুবেড়িয়া লোকসভা। এই জেলার বিধানসভাগুলি হলো, ১৬৯ বালি, ১৭০ হওড়া উত্তর বিধানসভা, ১৭১ মধ্য বিধানসভা, ১৭২ শিবপুর হওড়া বিধানসভা, ১৭৩ হওড়া দক্ষিণ বিধানসভা। ১৭৪ হাওড়া সাকরইল বিধানসভা, ১৭৫ হওড়া পাঁচলা বিধানসভা, ১৭৬ হাওড়া উলুবেড়িয়া বিধানসভা (পূর্ব), ১৭৭ হাওড়া উলুবেড়িয়া (উত্তর), ১৭৮ হাওড়া উলুবেড়িয়া (দক্ষিণ), ১৭৯ শ্যামপুর বিধানসভা, ১৮০ হাওড়া বাগনান বিধানসভা, ১৮১ হাওড়া অমতা বিধানসভা, ১৮২ হাওড়া উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা, ১৮৩ হাওড়া জগৎবল্লভপুর বিধানসভা, ১৮৪ হাওড়া ডোমজুর বিধানসভা এই যোলোখানা বিধানসভা রয়েছে হাওড়া জেলাতে। হাওড়া জেলার কথা একসময় তেমনভাবে তুলে ধরা হতো না, অথচ হাওড়া জেলায় যে রত্নগুলো রয়েছে তাঁদের কথা বলাই হতো না। ভারতচন্দ্র রায়গুনকর, তিনি যে পেড়ো গ্রামেতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আকাশবাণীর বড়দি সুপ্রভা সরকার, আমতাতে ছিলেন, ননীবালা দেবী স্বাধীনতা সংগ্রামী, তিনি হাওড়া জেলার বেলুড়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, তিনি বালিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এমন বহু মানুষই হাওড়া জেলাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হাওড়া জেলার সাথে শিবপুর অঞ্চলটার কথা এসে যায়। শিবপুর মানেই প্রকৃতনাথ ভট্টাচার্যের নামটা যেমন এসে যায়, এসে যায় বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নামটাও। সাথে সাথে দীনবন্ধু মুখার্জ্জীর নামটাও এসে যায়। দীনবন্ধু কলেজের সাথে নামটা রয়েছে আজও। আর এক ফুটবলারের নামটা এসে যায় যাঁকে দেখে মিলেভাম বলেছিলেন, বিদেশী ফুটবলার, তিনি আমাদের সুদীপ চট্টোপাধ্যায়(টুলুদা), আজ আমরা যাকে খুব মিশ করছি জানিনা কেন এই মানুষটার নামটা পাদপ্রদীপের আলোয় আনা হয়না। শিবপুর অঞ্চলেই থাকতেন তিনি। একেবারে নবান্নের পাশে, শরৎ চ্যাটার্জী রোডে, ওয়ার্ড নং ৩৩-এ। এই শিবপুর অঞ্চলটা যেমন রয়েছে ১৭১ মধ্য হাওড়া দক্ষিণ বিধানসভার অধীনে। ঠিক একইভাবে শিবপুর নামটা রয়েছে হাওড়ার গাদিয়াড়া অঞ্চলে। আর শিবঠাকুরের নাম থেকেই এই শিবপুর নামটা এসেছে।

— প্রবীর মিত্র, হাওড়া ৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

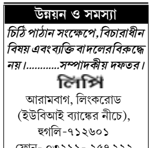

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়